পিঁপড়া, কাপড়চোপড় এবং যানবাহন দ্বারা বিস্তার লাভ করতে পারে।

- ছাতরা পোকার মোমের ন্যায় আঠালো আবরণ সহজেই যন্ত্রপাতি, মানুষ অথবা পশুর গায়ে লেগে বিস্তার লাভ করে।
- কালো পিঁপড়া ছতরা পোকার মধু জন্য দ্রুত চলে আসে এবং পোকার নিম্ফ এক গাছ থেকে অন্য গাছে নিয়ে যায়।

বিকল্প পোষক

ছাতরা পোকা পাট, পেঁপে, ঢেঁড়শ, হাসনাহেনা, তুলা, গোলআলু ও বাগানের অন্যান্য সৌন্দর্যবর্ধক গাছে আক্রমণ ও বংশবিস্তার করে থাকে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. ছাতরা পোকার উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য সময়ে সময়ে মনিটরিং করতে হবে।

২. জমির আশে পাশের আগাছা ও অন্যান্য আক্রান্ত গাছ পরিষ্কার রাখতে হবে।

৩. পিঁপড়ার চলাচল বন্ধ করতে হবে এবং পিঁপড়ার বাসা থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। এ জন্য অনুমোদিত কীটনাশক যেমন-ক্লোরোপাইরিফস ২০ইসি @ ২ .০ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

৪. জমিতে ১/২ টা গাছে ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত গাছ বা ডগা কেটে মাড়িয়ে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৫. বার বার একই রাসায়নিক কীটনাশক স্প্রে করা বন্ধ করতে হবে।

৬. অনুমোদিত কীটনাশক যেমন, নাইট্রো ৫০৫ ইসি ১ মিলি লিটার পানি, সেভিন ৮৫ এসপি ২.০ গ্রাম/ লিটার পানি, ফাইটোক্লিন ৫ মিলি/ লিটার পানি বা ইকোমেক ১ মিলি/ লিটার, বায়োনিম প্লাস ১ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। তবে প্রথমে ছাতরা পোকা আক্রান্ত গাছে ডিটারজেন্ট পাউডার দ্বারা স্প্রে করার পর কীটনাশক স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

রচনা ও সম্পাদনায় :
ড. মো: নজরুল ইসলাম
ড. মোহাম্মদ শাহীন পলান
সুলতান আহম্মেদ
মো: সোহানুর রহমান
কীটতত্ত্ব শাখা, পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

প্রকাশকাল : মে, ২০২০ খ্রিঃ
সংখ্যা : ৩০০০ কপি
প্রকাশনায় : মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ :
পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
www.bjri.gov.bd

Printed by: LetterPress, Katabon, Dhaka-1000.
Cell: +88 01711-166 375, E-mail: fazlu6@gmail.com

ছাতরা পোকার আক্রমণ এবং সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

ক্ষতিকর পোকা দমন করুন বেশি ফলন ঘরে তুলুন

কৃষি উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭

ভূমিকা

ছাতরা পোকা Hemiptera: Pseudococcidae গোত্রের একটি পোকা। বাংলাদেশে ছাতরা পোকা কেনাফ এবং মেস্তার একটি অন্যতম ক্ষতিকারক পোকা। ইহা বর্তমানে কেনাফ এবং মেস্তা সহ অন্যান্য ফসল যেমন- পাট, পেঁপে, তুলা, ঢেঁড়স উৎপাদনে অর্থনৈতিক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পোকা আকারে ছোট, বহুভূজী, নরম দেহ বিশিষ্ট সাদা তুলার ন্যায় মোমের আবরণে আবৃত। পোকাগুলো একসাথে দলবদ্ধভাবে থাকে এবং রস চুষে খাওয়ার মাধ্যমে সরাসরি ফসলের ক্ষতি করে থাকে।

বাহ্যিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য

স্ত্রী পোকা দেখতে লম্বাটে গোল এবং হালকা গোলাপী রংয়ের হয়। পোকাগুলো একসাথে দলবদ্ধভাবে থাকে ও এদের উপরিভাগ সাদা তুলার ন্যায় গুড়া আবৃত থাকে। এরা প্রায় ৫ মিমি লম্বা ও ৩ মিমি চওড়া হয়। এদের দেহের পিছনে সাদা সুতার মতো ১ মি.মি. লম্বাটে লেজ আছে তবে তা পুরুষ পোকার চেয়ে ছোট। পুরুষ পোকা অপেক্ষাকৃত লম্বাটে। পুরুষ পোকার একজোড়া পাখা আছে। এর পাখায় শিরা খুবই কম। পুরুষ পোকার শুঁঙ্গ স্ত্রী পোকার চেয়ে অনেক লম্বা। স্ত্রী পোকার কোন পাখা নেই।

ছাতরা পোকার ডিম

ছাতরা পোকার নিম্ফ

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাতরা পোকা

জীবন বৃত্তান্ত

ছাতরা পোকা যৌন ও অযৌন প্রজনন উভয় প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করতে পরে। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাতরা পোকা গাদা করে ২০০-৫০০ টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিমগুলো সাদা মমের মত তুলা দ্বারা আবৃত থাকে। ডিমগুলো কমলা রংয়ের, ঈষৎ স্বচ্ছ ও ডিম্বাকৃতি। ডিম পাড়ার ৪-৯ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে হালকা লালচে রংয়ের নিম্ফ বের হয়ে আসে। নিম্ফ অবস্থায় এরা চারবার খোলস বদলায়। পুরুষ ছাতরা পোকা যৌন মিলনের পরেই মারা যায়। কিন্তু স্ত্রী পোকা ৩২ থেকে ৪২ দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

প্রাদুর্ভাব:

সাধারণতঃ আষাঢ় মাসের শেষ হতে (জুন-অক্টোবর) কেনাফ ও মেস্তা গাছে ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

ক্ষতির প্রকৃতি:

পোকাগুলো বর্ধমান গাছের কঁচি ডগায়, পাতার উপরের দিকে, শাখা-প্রশাখায়, পাতার বোঁটায় ও গোড়ায় দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে এবং কচি ডগা ও পাতার রস চুষে খায় এবং গাছে বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করায়। এতে ডগা ও পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় এবং আক্রান্ত স্থান ফুলে ওঠে। ফলে কুঁকড়ানো পাতাগুলো ঝরে পড়ে।

আক্রান্ত স্থান হতে শাখা-প্রশাখা বের হয় এবং গাছের মাথা ঝোপালো হয়ে যায়। ফলে গাছের বৃদ্ধি থেমে যায়, লম্বায় আর বাড়ে না ও আক্রান্ত স্থান ভালভাবে পচে না যার কারণে আঁশ নিম্নমানের হয়। ছাতরা পোকার মধু নিঃসরণের কারণে সুটি মোল্ড (sooty mold) ছত্রাকের জন্ম হয় যা গাছের সালোকসংশ্লেষণের হার কমিয়ে দেয় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বীজ ফসলে আক্রমণ হলে বীজের ফলন ও মান খুবই খারাপ হয়। আক্রমণ ব্যাপক হলে গাছ মারা যায়। কেনাফ ছাড়া পাট ফসলেও ছাতরা পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।

ছাতরা পোকা আক্রান্ত কেনাফ গাছ

ছাতরা পোকা আক্রান্ত কেনাফ মাঠ

ছাতরা পোকা আক্রান্ত কেনাফ গাছ

ছাতরা পোকা আক্রান্ত তোষা পাট

ছাতরা পোকা আক্রান্ত মৃত তোষা পাট

ছাতরা পোকার বিস্তার

- যেহেতু ছাতরা পোকা হামাগুড়ি দিয়ে (ক্রলিং) এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে ফলে এরা আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছে যেয়ে আক্রমণ করতে পারে।
- ছোট ক্রলার গুলো বাতাস, বৃষ্টির পানি, সেচের পানি, পাখি,